অ্যানথ্রাক্স:প্রয়োজন সতর্কতা

অ্যানথ্রাক্সের উৎস কোথায়?

Bacillus anthracis-এর স্পোর বা জীবাণুগুলোর মূল উৎস মাটি। মাটিতে এই ব্যাকটেরিয়ার স্পোরগুলো দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে এবং তা কয়েক দশক পর্যন্তও হতে পারে। ফলে কোনো গবাদিপশু যেমন-গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণি ঘাস খাওয়ার সময় সহজেই এ স্পোর দ্বারা আক্রান্ত হয়।

আক্রান্ত গবাদিপশুর মাংস ও দুধ খেলে কি অ্যানথ্রাক্স হতে পারে?

আক্রান্ত গবাদিপশুর অর্ধসেদ্ধ মাংস খেলে অ্যানথ্রাক্স হতে পারে।অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত গরুর দুধে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু থাকে না। তথাপি দুধ দোহানোর সময় প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা ও অসাবধানতার কারণে গাভির শরীর থেকে এ জীবাণু দুধে যেতে পারে।

মুরগী কিংবা হাঁসের মাংস খেলে কি এ রোগ হতে পারে?

না, মুরগী কিংবা হাঁসের এ রোগ হয় না ফলে মুরগী কিংবা হাঁসের মাংস খেলে এ রোগ হয় না ।

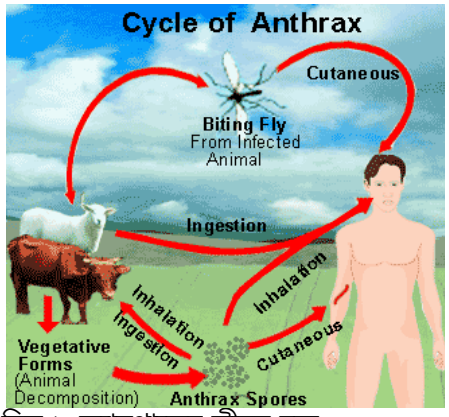

চিত্র ১. অ্যানথ্রাক্সের জীবন চক্র

চিত্র ২. ত্বক আক্রান্তকারী অ্যানথ্রাক্স

অ্যানথ্রাক্স কি?

অ্যানথ্রাক্স ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি রোগ। ব্যাকটেরিয়াটির নাম ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস। সাধারণত যেসব প্রাণী ঘাস খায় যেমন- ছাগল, ভেড়া, গরু, ঘোড়া এ রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শে এলে মানুষও আক্রান্ত হতে পারে। তবে মানুষ থেকে মানুষে এ রোগ ছড়ায় না।

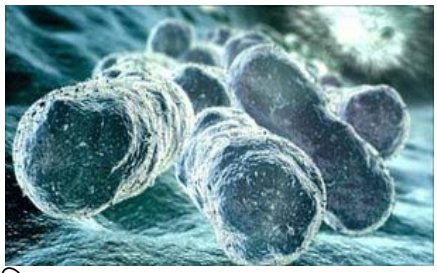

চিত্র ৩. *Bacillus anthracis*-এর স্পোর

রোগের ধরন

আক্রান্ত স্থান অনুযায়ী তিন ধরনের অ্যানথ্রাক্স শনাক্ত করা হয়েছে।

- খাদ্যনালি অর্থাৎ মুখগহ্বর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত অংশ আক্রান্তকারী অ্যানথ্রাক্স,
- শ্বাসতন্ত্রে আক্রান্তকারী অ্যানথ্রাক্স এবং
- ত্বক আক্রান্তকারী অ্যানথ্রাক্স।

এর মধ্যে ত্বকে বা স্কিনে যে অ্যানথ্রাক্স হয়, তা ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসায় ভালো হয়ে যায়। খাদ্যনালির অ্যানথ্রাক্স তুলনামূলক জীবনঘাতী। চিকিৎসার পরও প্রায় ৪০ শতাংশ রোগীর মৃত্যু হতে পারে। তবে সবচেয়ে ভয়ানক হলো শ্বাসনালীর অ্যানথ্রাক্স। সঠিক সময়ে চিকিৎসা করালেও প্রায় ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। আশার কথা, আমাদের দেশে যে অ্যানথ্রাক্সের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, তা ত্বকেই সীমাবদ্ধ।

উপসর্গ

জীবাণু শরীরে প্রবেশের দুই থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে নানা উপসর্গ দেখা দেয়।

- ত্বকের অ্যানথ্রাক্সে শুরুতে শরীরে ছোট ছোট ঘা দেখা দেয়।
- ঘা বা আলসারগুলোয় কোনো ব্যথা থাকে না, একসময় শুকিয়ে কালো হয়ে যায়।
- ফুসফুসীয় অ্যানথ্রাক্স রোগে সাধারণ সর্দি-কাশির মতো সমস্যা দেখা দেয়, শ্বাসকষ্ট হয়, বুকে ব্যথা হয়।
- খাদ্যনালির অ্যানথ্রাক্সে মুখে আলসার হয়, ডায়রিয়া হতে পারে, রক্তবমি ও পায়খানার সঙ্গে রক্ত বের হয়।

কিভাবে ছড়ায়?

গৃহপালিত পশু ঘাস খাওয়ার সময় জীবাণুর স্পোর খেয়ে ফেলে। এ স্পোর তখন পশুর দেহে অ্যানথ্রাক্স রোগের সৃষ্টি করে। পশুটি তখন নিজেই রোগের উৎস হিসেবে কাজ করে। মূলত :

- গৃহপালিত পশুর সংস্পর্শে এলে
- অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণুর স্পোর নিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করলে
- আক্রান্ত প্রাণীর গোশত খেলে
- আক্রান্ত পশু মারা গেলে খোলা পরিবেশে ফেলে রাখলে তা দ্রুত পরিবেশদূষণ করে অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর বিস্তার ঘটায়।

চিকিৎসা

এ রোগের চিকিৎসায় সিপ্রোফ্লক্সাসিন, ডক্সিসাইক্লিন, ইরাইথ্রোমাইসিন, পেনিসিলিন ইত্যাদি ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। তবে সাধারণ সময়ের চেয়ে অনেক বেশি দিন অর্থাৎ প্রায় দুই মাস পর্যন্ত এসব ওষুধ গ্রহণের প্রয়োজন পড়তে পারে।

প্রতিরোধ জরুরি

- অ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধী টিকা বা ভ্যাকসিন পাওয়া যায়। ছয়টি টিকা দিতে হয়। প্রথম দিন একটি, দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি, চতুর্থ সপ্তাহে একটি, পরবর্তী সময়ে ছয় মাস, ১২ মাস এবং ১৮ মাসে গিয়ে একটি করে টিকা নিতে হবে। এভাবে ছয়টি নেওয়ার পর প্রতিবছর একটি করে বুস্টার ডোজ নিতে হবে।
- এ রোগ সফলভাবে প্রতিরোধ করতে চাইলে আক্রান্ত এলাকায় গৃহপালিত পশুর সঙ্গে সংস্পর্শের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেউ আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে এলে তাকে ভালোভাবে সাবান দিয়ে অথবা অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ওয়াশ করে নিতে হবে।
- আক্রান্ত পশুর কাছে যাওয়ার আগে নাক ও মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।
- আক্রান্ত গরু-ছাগল বা রোগের ঝুঁকিতে থাকা পশুর গোশত গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- মৃত পশুকে গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- কোনো অবস্থাতেই মৃত পশু খোলা পরিবেশে রাখা যাবে না। অ্যানথ্রাক্স রোগে আতংক নয়, চাই সচেতনতা।

যোগাযোগ
প্র্যাকটিক্যাল আনসারস, প্র্যাকটিক্যাল একশন বাংলাদেশ
১২/বি, রোড নং-০৪,ধনমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন নং: ৮৬৫০৪৩৯, ৯৬৭৫২৪৩, ৯৬৭৫২৩৬,
ফ্যাক্স: ৯৬৭৪৩৪০

PRACTICAL ACTION
Technology challenging poverty